প্রথম আলো

তারিখ 13 JAN 2013
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৫

নিষিদ্ধ নোটবই বিক্রিতে শিক্ষকনেতারা জড়িত!

মোশতাক আহমেদ ●

বিনা মূল্যে পাঠ্যবই দেওয়া, সৃজনশীল প্রশ্নপদ্ধতি চালু এবং নোট-গাইড নিষিদ্ধে আদালতের রায়—এসব উদ্যোগের মূল লক্ষ্য ছিল শিক্ষার মান উন্নয়ন করা। কিন্তু সেই লক্ষ্যকে হুমকিতে ফেলেছেন একশ্রেণীর নোট-গাইড ব্যবসায়ী। নোট-গাইড নাম পাল্টে বিভিন্ন নামে প্রকাশিত সহায়ক বই বিক্রির কাজে তাঁরা একশ্রেণীর শিক্ষক বা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রধান এবং শিক্ষকনেতাদের টাকার বিনিময়ে ব্যবহার করছেন।

আইন অনুযায়ী, প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পাঠ্যপুস্তকের নোট-গাইড মুদ্রণ, প্রকাশনা, বিক্রয় এবং বিতরণ নিষিদ্ধ। জাতীয় সংসদে ১৯৮০ সালে পাস হওয়া ওই আইন চ্যালেঞ্জ করে বাংলাদেশ পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতি আদালতে রিট আবেদন করেছিল। ওই মামলায়ও চূড়ান্তভাবে হেরে যায় প্রকাশকদের ওই সমিতি। তার পরও প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের জন্য এ ধরনের বই প্রকাশ অব্যাহত রয়েছে।

জানতে চাইলে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের (এনসিটিবি) চেয়ারম্যান মোস্তফা কামাল উদ্দিন *প্রথম আলোকে* বলেন, 'অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত নিষিদ্ধ যেকোনো নোট-গাইড ও সহায়ক বই প্রকাশ এবং বিক্রি বন্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার' জন্য আমরা পুলিশের কাছে আবারও অনুরোধ করছি। এ ছাড়া অভিভাবকসহ সংশ্লিষ্ট সবাইকে এ বিষয়ে সচেতন হওয়ার অনুরোধ করছি।

শিক্ষক সংগঠনের সঙ্গে চুক্তি: পপি লাইব্রেরি নামের একটি প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানের গাইড ও নোটবই বিক্রি করে দেওয়ার চুক্তি করেছে বাংলাদেশ সরকারি প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি। চুক্তি অনুযায়ী, পপি লাইব্রেরি নিজেদের উদ্যোগে তৃতীয় থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত প্রতিটি বইয়ের চার লাখ কপি বিক্রি করবে। এ চার লাখ বইয়ের আয়-ব্যয় পুরোটাই পপি লাইব্রেরির। তবে এ চার লাখের অতিরিক্ত যত বই বিক্রি হবে, সেগুলোর প্রতিটি বই বাবদ পড়ে সাত টাকা হিসেবে বাংলাদেশ সরকারি প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির কেন্দ্রীয়, জেলা ও উপজেলা কমিটি পাবে। কোন স্তরের সংগঠন কত টাকা পাবে, তা কেন্দ্রীয় কমিটি নির্ধারণ করবে।

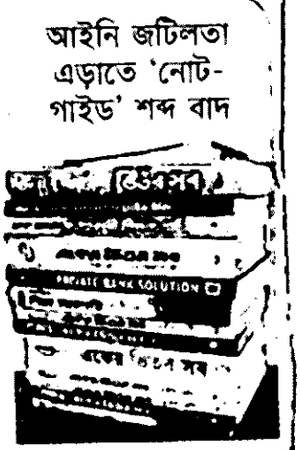

সমিতির সভাপতি মুহাম্মদ আবদুল আউয়াল তালুকদার ও মহাসম্পাদক সালেহা আক্তার চুক্তিতে সই করেন। এরপর সমিতির নেতারা দেশের বিভিন্ন জায়গায় তাঁদের অনুসারী শিক্ষকদের এ প্রকাশনা সংস্থার বই কিনতে শিক্ষার্থীদের উদ্বুদ্ধ করার পরামর্শ দেন।

এ প্রসঙ্গে জানতে চাইলে আউয়াল তালুকদার চুক্তির কথা অস্বীকার করে বলেন, তাঁদের সই জাল করে হয়তো এটা কেউ করেছে। তবে তিনি স্বীকার করেন, পপি লাইব্রেরির মালিক তাঁদের কেন্দ্রীয় কমিটির উপদেষ্টা। তিনি বলেন, 'আমরা মনে করি, কেউ চাইলে এগুলো কিনতে পারে। কারণ, এগুলো নোট-গাইড নয়, সৃজনশীল বইয়ের অনুশীলনী।' সমিতির কেন্দ্রীয় কমিটির সভায় বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হয়েছে বলেও জানান তিনি।

পপি লাইব্রেরির মহাব্যবস্থাপক মো. শরীফ উদ্দীন বিশ্বাসও চুক্তি করার কথা অস্বীকার করেন।

বাজারে প্রকাশ্যে বিক্রি হচ্ছে নোট-গাইড: গত সোমবার রাজধানীর নীলক্ষেত এলাকার বাবুপুরা মার্কেটে সরেজমিনে দেখা যায়, বইয়ের বিভিন্ন দোকানে অবাধে বিভিন্ন প্রকাশনীর নামে ছাপা নোট ও গাইড বিক্রি হচ্ছে।

নিষিদ্ধ নোটবই বিক্রিতে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

সবে শিক্ষাবর্ষ শুরু হওয়ায় অভিভাবকেরাও তাঁদের সন্তানদের জন্য কিনছেন এসব নোট-গাইড।

একাধিক বিক্রেতা জানান, সরকার বিনা মূল্যে প্রাথমিক ও মাধ্যমিকের বই বিতরণ করায় বছরের শুরুতেই শিক্ষার্থী ও অভিভাবকেরা নোট-গাইড কিনতে আসছেন। আগে পাঠ্যবই কিনে পরে সহায়ক বই কেনা হতো। এখন ব্যাপক আগ্রহ নিয়ে সহায়ক বই কেনার ধুম পড়েছে।

ক্রেতা সেজে আপন বুক হাউস নামের একটি বইয়ের দোকানে গিয়ে তৃতীয় শ্রেণীর পপি লাইব্রেরির গাইড আছে কি না, জানতে চাইলে দোকানি বই দেন। সৃজনশীল প্রশ্ন নিয়ে তৈরি 'ডিউপার্ট'সহ ওই গাইডের দাম চান ২৭০ টাকা। দর-কষাকষি করলে ২৫০ টাকায় দিতে রাজি হন। কয়েকটি দোকান পার হয়ে 'বইয়ের দেশ' নামের আরেকটি দোকানে গিয়ে জানা যায়, একই ধরনের গাইড বইয়ের দাম আরও কম। পপি লাইব্রেরি দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর গাইড বই বিক্রি করছে 'একের ভিতর সব' নামে।

আরেকটি দোকানে গেলে বিক্রেতা 'কম্পিউটার' প্রকাশনীর গাইড দেন। প্রায় বেশির ভাগ প্রকাশনী গাইডের নাম লিখেছে 'একের ভিতর সব'। আবার কোনো কোনো গাইড শ্রেণীভেদে একের ভিতর দশ ও একের ভিতর ১১ নামে বিক্রি হচ্ছে।

বাজার ঘুরে দেখা গেছে, পপি, লেকচার, জুপিটার, পাঞ্জেরী, অনুপম, পুঁথি নিলয়, কম্পিউটারসহ বিভিন্ন নামে নোট-গাইড বিক্রি হচ্ছে। এই সাতটি প্রতিষ্ঠানের নোট-গাইড বেশি। হাসান বুক ডিপোর নোট-গাইড যশোর, খুলনাসহ দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে বিক্রি হয়।

বাংলাদেশ পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতির সভাপতি আলমগীর শিকদার *প্রথম আলোর* কাছে দাবি করেন, বাজারে বিক্রি হওয়া বইগুলো নোট-গাইড নয়। শিক্ষার্থীদের ধারণা দেওয়ার জন্য এগুলো প্র্যাকটিস বুক হিসেবে প্রকাশ করা হয়েছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক মোহাম্মদ ছিদ্দিকুর রহমান *প্রথম আলোকে* বলেন, 'নোট-গাইড বা অনুশীলন বই শিক্ষার্থীদের মেধার বিকাশ ঘটায় না। সরকারের উচিত কঠোরভাবে আইনটি প্রয়োগ করা। এটা সম্ভব হলে শিক্ষার্থীদের মেধার বিকাশ হবে, অভিভাবকেরা আর্থিক ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা পাবেন।'